ইতিকাফের সময় মসজিদের ছাদে যাওয়া যাবে কি না?



ছবি: সংগৃহীত

রমজানের শেষ দশকের ইবাদত ইতিকাফ মসজিদে পালন করার নিয়ম সুস্পষ্ট। পুরুষদের জন্য এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। অর্থাৎ এলাকার কেউ আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে; কেউ না করলে সবাই দায়ী হবেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “মনে কর সেই সময়কে, যখন আমি কাবা ঘরকে মানুষের মিলনক্ষেত্র ও আশ্রয়স্থল করেছিলাম। আর আমি বলেছিলাম, তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাজের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো। আর আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম; তোমরা আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে, তাদের জন্য যারা এখানে প্রদক্ষিণ করবে, বসে ইতিকাফ করবে, এবং রুকু ও সিজদা করবে।” (সুরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

মহানবী (সা.) রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ কখনো মিস করতেন না। হাদিসে বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি রমজানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করবে, তাকে দুটি হজ ও দুটি ওমরা পালন করার সওয়াব দেওয়া হবে।” (শুয়াবুল ঈমান, হাদিস ৩৬৮০)

ইতিকাফের সময় মসজিদে সার্বক্ষণিক অবস্থান করতে হয় এবং সময়টিকে সম্পূর্ণ ইবাদতে ব্যয় করতে হবে। অনর্থক কথাবার্তা এড়ানো বাধ্যতামূলক। তবে ইতিকাফকারী ইবাদতের ফাঁকে মসজিদের সীমানার মধ্যে হাঁটাচলা করতে পারবেন।

মসজিদের ছাদে যাওয়ার নিয়ম হলো, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি মসজিদের ভিতরে থাকতে হবে। যদি সিঁড়ি মসজিদের বাইরে হয়, ইতিকাফকারী ছাদে যেতে পারবেন না। বাইরের সিঁড়ি ব্যবহার করে ছাদে ওঠা হলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

সংক্ষেপে, ইতিকাফকারী শুধুমাত্র মসজিদের অভ্যন্তরীণ সিঁড়ি ব্যবহার করলে ছাদে বৈধভাবে যেতে পারবেন।